পেনাল্টি

মানস রঞ্জন গুপ্ত

আশিস দাঁড়িয়ে ছিল বিকাশদার জন্যই; আর বিকাশদা চলে এলেন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। —সাবাশ আশিস! তুই আমাদের বাঁচিয়েছিস কাল। তুই না থাকলে আমরা কাল হেরে যেতাম। এই নে তোর দক্ষিণা।

ঘুষকে দক্ষিণা বললেন বিকাশদা। অজয়নগর মিউনিসিপালিটর চেয়ারম্যান উনি। দক্ষিণা নিতে ও দিতে ওনার তুলনা উনি নিজেই। একটা খাম তুলে দিলেন আশিসের হাতে।

—পাঁচশ আছে, পরে গুণে নিস। আশিস আনন্দে গলে গেল। —কী যে বলেন বিকাশদা! আপনার দয়াতেই তো বেঁচে আছি। আর আপনার টিমকে দেখব না?

—ঠিক আছে, পরে আবার দেখা হবে। কালই খেলা ছিল। এখন তোর সাথে রাস্তায় বেশী কথা বলা ঠিক হবে না। বিকাশদা চলে গেলেন। আশিসও বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। এই পাঁচশ টাকাও লুকিয়ে রাখবে ওর স্ত্রী গোপার চোখ থেকে। গোপা মানে ত অভাবের সংসারে রাবণের চিতা। যা ওর হাতে পড়বে সংসারের পেটে গিয়ে জ্বলে পুড়ে ছাই। এই টাকা আশিসের হাতখরচের টাকা লুকিয়ে লুকিয়ে আনন্দ-ফুর্তি করার টাকা। ওর মাইনের টাকা নয়। উপরির টাকা।

প্যান্টের ডান পকেটে খামটা রেখেছে আশিস। ডান হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে দুবার খামটা স্পর্শ করল। তারপর সেই হাতটা বার করে নাকের কায়ে এনে ঘ্রাণ নিল। কী মিষ্টি গন্ধ, এই ঘুষের টাকার! গতকাল সেমিফাইন্যাল ম্যাচ ছিল বিকাশদার টিম নির্ভীক সংঘ আর বেলগাছিয়ার ফুটবল স্পোর্টিং এর মধ্যে। প্রতিবছরই অজয়নগরে আনন্দ মোহন স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্ট হয়। কিছু স্থানীয় দল আর কিছু বাইরের দল অংশ নেয়। আশিস রেফারির দায়িত্ব পেয়েছিল গতকালের ম্যাচে। বিকাশদাই ম্যানেজ করেছিলেন মাঠের বাইরে টুর্ণামেন্ট কমিটিকে আর মাঠের ভেতরে আশিসকে। আশিস দুটো পেনাল্টি উলটে পালটে দিয়েছিল। নির্ভীক সংঘের খেলোয়াররা ফুটবল স্পোটিং -এর পেনাল্টি বক্সে প্লে-এ্যাকটিং করে পড়ে যায়। আশিস সব কিছু বুঝেও পেনাল্টি দেয়। আর দুটো পেনাল্টিতে দুটো গোল। উল্টোদিকের নির্ভীক সংঘের স্টপার সব দুবার বিশ্রী ফাউল করে নিজেদের পেনাল্টিবক্সে। আশিস দেখেও দেখেনি। ২-১ গোলে হেরে যায় ফুটবল স্পোটিং। ওদের ফিল্ড গোলটা হয় দূর থেকে নেওয়া জোরালো শটে। অফ্সাইডের অজুহাতে গোল নাকচ করার কোন সুযোগ ছিল না।

আজ তার দাম পেল আশিস। মাঝে মাঝে এভাবে টাকা রোজগার হয় ওর। ঘুষখোর রেফারি বলে ফুটবল মাঠে ওর খুব বদনাম। কিন্তু বিকাশদার অনেক প্রভাব। আর আশিসও একেবারে বিকাশদার পায়ে পড়া ছেলে। তাই যে কোন টুর্ণামেন্টেই রেফারির দায়িত্ব পেয়ে যায়। তারপর সুবিধামত আমদানীও হয়। বিকাশদার লোক বলেই ম্যাচের পরে আজ অবধি কখনো মার খায়নি আশিস। তবে অনেকেরই রাগ আছে ওর উপর। কাল ম্যাচের শেষে আশিস যখন মাঠ থেকে বের হচ্ছে তখন ফুটবল স্পোটিং এর কমবয়সী গোলকিপার ছেলেটা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

—আপনি আমাদের হারিয়ে দিলেন দাদা? চোখ দিয়ে জল পড়ছিল ছেলেটার। খুব ভাল খেলেছিল। কিন্তু পেনাল্টিতে গোল খেয়ে ম্যাচ বাঁচাতে পারে নি। আশিস ভালই বোঝে ওর দুঃখ। ও নিজেও ত ছোটবেলায় খেলেছে । কিন্তু তখন মাঠ থেকে বের হওয়ার সময়ও ঐ গোলকিপারকে বিদ্রুপ করেছিল। —খেলা শেখ ভাল করে। তোদের কোচকে বল, পেনাল্টি আটকানো শেখাতে। যে গোলে খেলতে পারে, সে পেনাল্টিও আটকাতে পারে। বুঝলি?

—দেখুন রেফারিদা, আপনার উপরে আরেকজন রেফারি আছেন। তিনিও একদিন পেনাল্টি দেবেন, বুঝলেন? ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে চলে গিয়েছিল আশিসের যে খারাপ লাগে নি, তা

নয়। কিন্তু কি করা যাবে? ঘুষের টাকা ওর চাই। না হলে ওর হাতখরচ মিটবে কি ভাবে? বিকাশদার দৌলতেই ও একটা স্কুলের পিয়নের চাকরী পেয়েছে। মাইনের পুরো টাকাটাই গোপার হাতে তুলে দিতে হয়। কতই বা আর মাইনে! কোন রকমে ডাল-ভাতে সংসারটা চলে যায়। সংসারে ওরা দুজন বাদেও আছে ওদের একমাত্র ছেলে রথীন আর আশিসের বিধমা মা ননীবালা। মোট চারটে পেট। খরচ তো কম নয়।

এই ঘুষের পাঁচশ আশিস শুধু নিজের জন্য খরচ করবে। একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় ও 'বাবুমশাই' রেস্তোঁরাতে খাবে। একদিন কলকাতা গিয়ে থিয়েটার দেখবে। ইডেনে ভারতে সাথে শ্রীলঙ্কার ওয়ান-ডে ম্যাচ আছে। একটা টিকিট জোগাড় করার চেষ্টা করবে। আর কিছু টাকা থাকলে ও একটা রেমেন্ডের প্যান্টের পিস কিনতে পারতো! পাওয়া যাবে কি আরও কিছু? আর একটা ম্যাচ যদি কোন টুর্ণামেন্টে পাওয়া যায়? বিকাশদাকেই আবার ধরতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে আশিস বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে। কিন্তু ঐ গোলকিপার ছেলেটার কান্নাভেজা মুখটা কিছুতেই ওর মন থেকে যাচ্ছে না। ছেলেটা বলেছিল, উপরের রেফারিও পেনাল্টি দেবেন। মানে কি এই কথাটার? ছেলেটা কি লেখাপড়ায় খুব ভাল নাকি? না হলে এমন কায়দা করা সাহিত্য মার্কা বাংলা ও বলল কি কবে? ওর জানাশোনা ফুটবল প্লেয়াররা সব গ্রাম বা বস্তি থেকেই আসে। ওরা খুবই গরীব হয়। ওদের মধ্যে যারা লেখাপড়ায় খারাপ তারাই সাধারণত ফুটবল খেলে। ওদের পেটে বিশেষ বিদ্যে তো থাকে না— যেমন আশিসের নেই।

—আশিসদা, ও আশিসদা। নিজের নামটা শুনে অন্যমনস্কতা ভাঙল আশিসের। পাশের বাড়ির রতনের গলা। এদিক - ওদিক তাকিয়ে রাস্তার ভীড় থেকে ওর চোখ জোড়া রতনকে খুঁজে বার করল।

—আরে রতন! কী ব্যাপার?

—তোমাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলাম। তোমার ছেলে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেগছে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে বৌদি বাড়িতে একা। সবাই তোমাকে...

আর কোন কথা কানে গেল না আশিসের। একটা ঘোরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়ল আশিস। ডান হাতটা প্যান্টের পকেটে ঢুকে শক্ত করে ধরল খামটাকে। আশিসের মনে হল টাকা ভর্তি খামটা এখন লাফিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। মনে হল আশিসের টাকাগুলো যেন কথা বলছে। —আমরা না বের হলে তোমার ছেলের ভাঙা হাত সারবে না। উপরের রেফারি পেনাল্টি দিয়ে দিয়েছে। এখনি আমাদের বাইরে নিয়ে এলে গোলটা বাঁচানোর চেষ্টাটাতো করতে ববে?

আশিস প্যান্টের পকেটে হাত রেখেই দাঁড়িয়ে রইল। ওর চোখের সামনে 'বাবুমশাই' রেস্তোঁরা, থিয়েটার হল, ইডেন গার্ডেন, রেমন্ডের প্যান্টের পিস— সব যেন একসাথে দুলতে দুলতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

—কি হল আশিসদা, তাড়াতাড়ি চল, সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

—হ্যাঁ চল্...উদ্ভ্রান্তের মত রতনের হাতটা নিজের হাতে টেনে নিল আশিস।